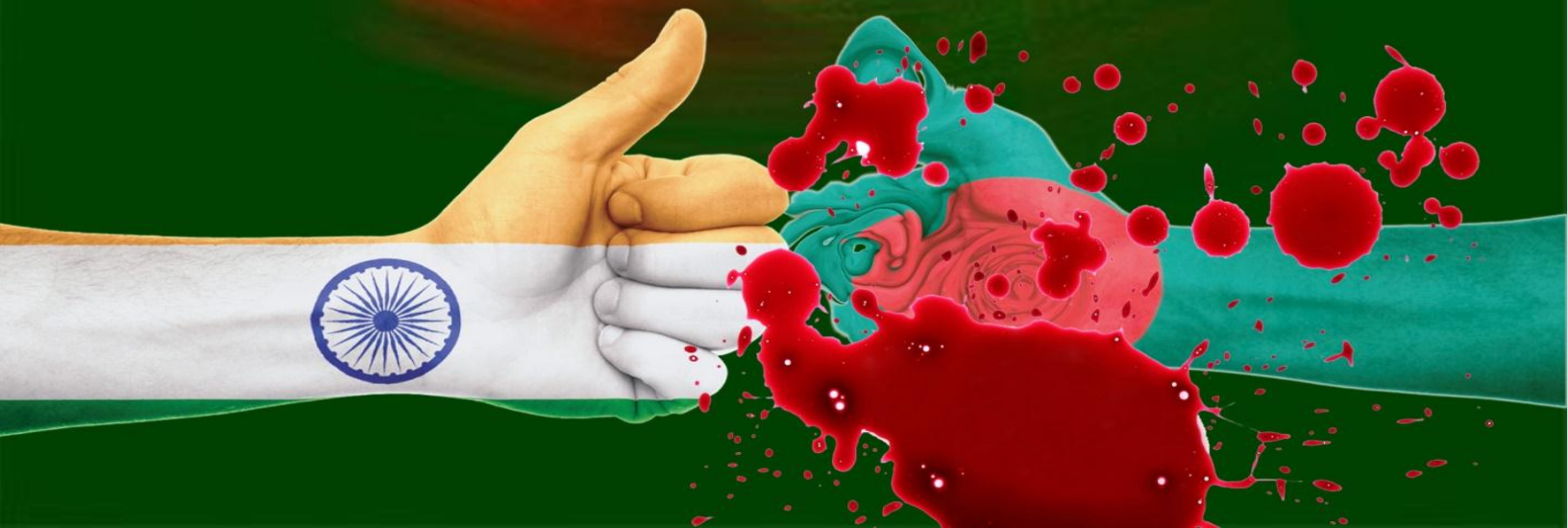


ভারত-বাংলাদেশ :

বন্ধুত্বের আড়ালে শত্রুতা



ইঞ্জিঃ ইমতিয়াজ উদ্দিন



“ভারত-বাংলাদেশঃ বন্ধুত্বের আড়ালে শত্রুতা”

ফুরসানুল হিন্দ পরিবেশিত

ভারত-বাংলাদেশঃ- বন্ধুত্বের আড়ালে শত্রুতা



“ভারত-বাংলাদেশঃ বন্ধুত্বের আড়ালে শত্রুতা”

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

الحمد لله ولي المرابطين، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين، وعلى آله وصحبه، ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين.

সমস্ত প্রশংসা সীমান্ত প্রহরীদের রবের প্রতি, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক মুজাহিদগণের ইমাম, তার সাথী ও পরিবারবর্গ ও কেয়ামত পর্যন্ত যারা তাদের অনুসরণ করবেন তাদের উপর।

“ভারত-বাংলাদেশঃ বন্ধুত্বের আড়ালে শত্রুতা”

সারা বিশ্বে বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্ক নাকি সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে! প্রথম আলো নিউজ থেকে জানা যায় ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনার হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা বলেছেন, “ঘনিষ্ঠ দুই প্রতিবেশীর মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক একটি মডেল”^[1]। বন্ধুত্ব মডেল বলা হবেই বা না কেন! ভারত বাংলাদেশকে সবচেয়ে বড় ঋণ দিচ্ছে, যা এ পর্যন্ত কোন দেশকে দেয়া হয় নি। যদিও এই ঋণ দেয়ার উদ্দেশ্যই হল ভারতের স্বার্থে একটি শক্তিশালী সমৃদ্ধ ও স্থিতিশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলা! বাংলাদেশকে ভারতের সড়ক, রেল, নৌপথ সহ নানা যোগাযোগের আওতায় আনা এবং বাংলাদেশকে তাদের ট্রানজিটের নামে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করার জন্যই এই মোটা অংকের ঋণ দেয়া হচ্ছে। আসলে বন্ধুত্বের দাবীদার এই দুই দেশের প্রধানদের কর্ম-পদ্ধতিই বলে দিবে তাদের অভ্যন্তরীণ মনোভাব ও উদ্দেশ্য কি।

উইকিপিডিয়া অনুযায়ী, বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক সার্বিক দিক দিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ থাকলেও বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধ লক্ষ করা যায়; যার মধ্যে অন্যতম ‘ফারাক্কা বাঁধ’^[2]।

¹ <http://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1256851/বাংলাদেশ-ভারত-সম্পর্ক-ঘনিষ্ঠ-প্রতিবেশীর-মডেল>

² https://bn.wikipedia.org/wiki/বাংলাদেশ-ভারত_সম্পর্ক



ফারাক্কা বাঁধ

ভারত এর মতে, ফারাক্কা বাঁধ তৈরি করা হয় মূলত কলকাতা বন্দরকে পলি জমা থেকে রক্ষা করার জন্য। যদিও তৎকালীন বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা অভিমত প্রকাশ করে যে গঙ্গা/পদ্মার মত বিশাল নদীর গতি বাঁধ দিয়ে বিঘ্নিত করলে নদীর উজান এবং ভাটি উভয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য মারাত্মকভাবে নষ্ট হতে পারে। এ ধরনের নেতিবাচক অভিমত সত্ত্বেও ভারত সরকার ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করে। ফলাফল এখন এমন যে, শুষ্ক মৌসুমে পানি আটকে রেখে ভারত বাংলাদেশকে মরুভূমি বানিয়ে দেয়; ফলে বাংলাদেশের কৃষি, শিল্প, মৎস্য ও নৌ-পরিবহন ব্যাবস্থা ব্যাপক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। আর অন্য দিকে অতিবৃষ্টির সময় সবগুলো বাঁধের গেট খুলে দিয়ে বাংলাদেশকে ডুবিয়ে মারছে। উদাহরণঃ ২০১৭ সালের বন্যা, যেখানে খোদ কর্মকর্তারাই বলছেন, এবারের বন্যার ভয়াবহতা এর আগের বন্যাগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে [৩]। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি, হাজার হাজার হেক্টর কৃষি জমি প্লাবিত হয়েছে। এছাড়াও ২০১৭ সালের শুরুতে হাওরে বন্যা হয়েছিলো। বন্যায় ধ্বংস হলো ফসলের মাঠ, নষ্ট হলো মাছ। সেই প্রভাব পড়লো সারা দেশ জুড়ে। এর পিছনেও কারন ছিল ভারত; মেঘালয় রাজ্যের উন্মুক্ত খনি থেকে ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে। সেখান থেকেই দূষিত পানি বয়ে এসে হাওর পানিকে দূষিত করেছে এবং মাছের মড়ক ঘটিয়েছে [৩]। মূল কথা হল, ভারত আমাদের দেশের পানি গুলোর উপর বাঁধ দ্বারা পুরোপুরি কন্ট্রোল করে রেখেছে।

³ <http://www.bbc.com/bengali/40929575>

⁴ <http://www.banglatribune.com/national/news/202453/সর্বস্বান্ত-হাওরের-মানুষ-১৩-হাজার-কোটি-টাকার>

এখন পর্যন্ত তিস্তার পানি বণ্টন হল না; আমাদের ভাগে তিস্তার পানি বলতে গেলে নেই। তবুও বাংলাদেশ সরকার নিশ্চুপ।

যেখানে বাংলাদেশের ন্যায্যটুকুও আদায় করছে না ভারত, সেখানে বাংলাদেশ সরকার ৭১’এর সহযোগিতার কথা স্মরণ করে একে একে ভারতের সব দাবী পূরন করে যাচ্ছে। তার মধ্যে অন্যতম হল ‘ট্রানজিট’ চুক্তি। তাও আবার বিনা শুল্কে বা নামে মাত্র শুল্কে ট্রানজিট দিচ্ছে বাংলাদেশ! উদারতার কি অস্বাভাবিক ও অকল্পনীয় উদাহরন! ভারত দেবে টনপ্রতি এক টাকা দুই পয়সা। আর আমাদের খরচ হবে লাখ লাখ টাকা। উল্লেখ্য, এই সুবিধাকে ট্রানজিট বলা চলে না, এর জন্য করিডোর শব্দটাই উপযুক্ত। কারন ট্রানজিট হল একটি নির্দিষ্ট ভূমি বা জলপথ দিয়ে সুনির্দিষ্ট চুক্তির ভিত্তিতে যাত্রী বা মালপত্র পরিবহন। অপরদিকে করিডোর হচ্ছে দুইটি দেশের মধ্যকার বিষয় যেখানে ট্রানজিট অনেক গুলো দেশ সংশ্লিষ্ট ব্যাপার।

এদিকে আমাদের দেশের সড়ক যোগাযোগ অবকাঠামো ও বন্দরের অবস্থা বেশী ভালো না হওয়ার কারনে আমদানি-রপ্তানি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এটি অন্যতম একটি বাধা হয়ে দাড়ায়। তাই ভারত সরকার তাদের ট্রানজিট সংক্রান্ত অবকাঠামো এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা তৈরী করে দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশকে ১০০ কোটি ডলার তথা প্রায় ৭০০০ কোটি টাকা সমমূল্যের একটি ঋণ প্রদান করেছেন [৫]।

চলতি ২০১৮ সালের জানুয়ারী মাসের খবর, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নদী ড্রেজিং প্রকল্প উদ্বোধন করলেন। নদী ড্রেজিয়ার মাধ্যমে নৌ রুটগুলো হবে। এতে সস্তায় নৌ চলাচল করা যাবে এবং কৃষি কাজের অনেক সুবিধা বর্ণনা করলেন প্রধানমন্ত্রী [৬]। এর পিছনেও কারনটি পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাবে ‘দ্য ইকোনোমিক টাইমস’র একটি রিপোর্ট থেকে। রিপোর্টতে একজন সাংবাদিক বলছে, ‘ভারত সরকার বাংলাদেশের নদীগুলোকে ড্রেজিং করতে ইনভেস্ট করছে, কারণ ভারতের ইচ্ছা তারা কলকাতা পোর্ট থেকে বিভিন্ন পন্যদ্রব্য নদী পথে বাংলাদেশের ভেতরে প্রবেশ করাবে এবং চট্টগ্রাম পোর্টে যাবে, সেখানে থেকে সারা বিশ্বের বাণিজ্য করবে ভারত’। যদিও পরবর্তীতে ভারত আর ঋণ দেয় নি, তবে বাংলাদেশ নিজস্ব অর্থ দিয়েই এই প্রকল্পটি আনজাম দিবে। এছাড়াও অন্য এক নিউজ থেকে জানা যায় বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি জেলার ফেনী নদীতে ট্রানজিটের সুবিধার্থে সেতু নির্মাণ করছে ভারত [৭]।

⁵ <http://www.dailysangram.com/post/36294-ভারত-বাংলাদেশ-ঋণ-চুক্তি-ও-ট্রানজিট-করিডোর-প্রসঙ্গ>

⁶ <http://www.kalerkantho.com/home/printnews/594030/2018-01-25>

⁷ <http://www.banglanews24.com/national/news/bd/628232.details>

এখানেই ক্ষান্ত হন নি বাংলাদেশ সরকার, ভারতকে গ্যাস ট্রানজিটের সুবিধাও দিয়েছে। যুগান্তর পত্রিকা মোতাবেক লিকুইডি গ্যাস ভারতের ওড়িশ্যা থেকে খুলনা যাবে, এরপর খুলনা থেকে যাবে রংপুর। রংপুর থেকে যাবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম মেঘালায়। আবার চট্টগ্রামেও নির্মিত হবে টার্মিনাল। সেখান থেকে গ্যাস যাবে ভারতের নাগাল্যান্ড, মনিপুর [৮]। ১৩টি রুটের মোট পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ৬৯০০ কিলোমিটার [৯]। অন্য ভাবে বলতে পারেন এই চুক্তির মাধ্যমে গ্যাস পাচার করা হচ্ছে। কারন বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলায় জেলায় যেহেতু গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে তাই বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে যে গ্যাস পাইপগুলো যাবে, সেগুলো কি আদৌ ভারতের গ্যাস পরিবহণ করবে, নাকি বাংলাদেশের গ্যাস ভারতে পাচার করবে তার নিশ্চয়তা কি! এখানে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হল, এই ট্রানজিটের ফলে ভারত বলছে বাংলাদেশও নাকি অনেক দিক দিয়ে এর সুবিধা ভোগ করতে পারবে, অর্থনৈতিক ফায়দাও হবে, প্রয়োজনে বাংলাদেশ গ্যাসও ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু বাংলাদেশের কাছে ইতিমধ্যে বিপুল পরিমানের গ্যাস আছে যেটার প্রমাণ প্রায়শই পাওয়া যায়; মাঝে মাঝেই বাংলাদেশে বিভিন্ন এলাকায় মাটির ছিদ্র দিয়ে গ্যাস বের হওয়া শুরু করে। গত ২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক পত্রিকা দ্য ডিপ্লোম্যাট বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদ নিয়ে একটি রিপোর্ট করে, যার শিরোনাম: “বাংলাদেশ হচ্ছে এশিয়ার নতুন এনার্জি সুপার পাওয়ার” [১০]। অথচ বাংলাদেশ সরকারের কর্তব্যরত ব্যক্তির প্রায় বলে থাকে- বাংলাদেশে নাকি গ্যাস নাই! গ্যাসের এই তথ্য গোপনের ক্ষেত্রেও রয়েছে ভারতের হাত। বাংলাদেশে গ্যাস উদগিরনের যে ছিদ্রসমূহ আছে, যা পাস্চবর্তী ভারতের গ্যাস উদগিরণের ছিদ্রসমূহ থেকে উচু অবস্থানে আছে। এতে বাংলাদেশ যদি গ্যাস উত্তোলন শুরু করে, তবে ভারতের গ্যাসগুলোও বাংলাদেশ দিয়ে বের হয়ে যাবে। এ কারণে ভারতের চাপে (ঘুষ খেয়ে) গ্যাস তুলতে পারে না বাংলাদেশ সরকার।

ভারতীয়দের সাথে বন্ধুত্বের আরেকটি নজির-‘সীমান্ত-হত্যা’। ভারতের কোন সীমান্তেই বাংলাদেশের মতো এতো মানুষ হত্যা হয় না। বন্ধু ভারত বাংলাদেশের সীমান্তে ঢুকে পাখির মত মানুষ হত্যা করে যাচ্ছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায় বিএসএফের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক নাগরিক কর্মসূচিতে সংস্থাটির পক্ষ থেকে কিছু তথ্য তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়, ২০১৬ সালে বাংলাদেশ-ভারত আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর ৪ হাজার রাউন্ড গুলি চালিয়েছে বিএসএফের দক্ষিণ বঙ্গ ফ্রন্টিয়ার। এ হিসেবে ফ্রন্টিয়ারের অধীনে থাকা ১১৫০ কিলোমিটার বিস্তৃত সীমান্ত বরাবর বিএসএফ প্রতিদিন গড়ে ১০টিরও বেশি গুলি চালিয়েছে। তথ্যে বলা হয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই টার্গেটে থাকা বাংলাদেশিরা আহত হয়েছে। আর নিহতের সংখ্যা ২০ এর বেশি। তথ্যে আরো বলা হয়, ২০১৭ সালের প্রথম দুই মাসে বিএসএফ গুলি করেছে ৭৩৮ রাউন্ড। অর্থাৎ গত ১৪ মাসে বাংলাদেশিদের ওপর বিএসএফ গুলি ছুড়েছে প্রায় ৫

⁸ <https://www.jugantor.com/news-archive/online/national/2016/04/18/10327/গ্যাস-ট্রানজিট-পাচ্ছে-ভারত>

⁹ <http://www.mzamin.com/details-archive2016.php?mzamin=27351>

¹⁰ <https://thediplomat.com/2014/11/bangladesh-asias-new-energy-superpower/>

হাজার রাউন্ড [11]। ২০১৭ সালের মার্চ মাসের ঘটনা- বিএসএফ বাংলাদেশের চাপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তের ভেতরে সদলবলে প্রবেশ করে জনগণের উপর হামলা চালালো [12]। বাংলাদেশের মানবাধিকার সংস্থা অধিকার বিএসএফের বাংলাদেশি হত্যা বিষয়ে যে সালভিতিক তথ্য প্রকাশ করেছে তাতে তাদের বাংলাদেশি হত্যার একটি পরিসংখ্যান রয়েছে। তাতে দেখা যায় : বিএসএফ ২০১১ সালে ৩১ জন, ২০১২ সালে ৩৮ জন, ২০১৩ সালে ২৯ জন, ২০১৪ সালে ৩৩ জন, ২০১৫ সালে ৪৫ জনকে হত্যা করে। ২০১৬ সালে তাদের হাতে নিহতদের সংখ্যার পূর্ণাঙ্গ তথ্য জানা সম্ভব হয়নি। তবে আগস্ট মাস পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ছিল ২৩ জন। এর আগে বিএসএফের হাতে ২০০০ সালে ৩৯ জন, ২০০১ সালে ৯৪ জন, ২০০২ সালে ১০৫ জন, ২০০৩ সালে ৪৩ জন, ২০০৫ সালে ১০৪ জন, ২০০৬ সালে ১৪৬ জন, ২০০৭ সালে ১২০ জন, ২০০৮ সালে ৬২ জন, ২০০৯ সালে ৯৬ জন ও ২০১০ সালে ৭৪ জন বাংলাদেশি নাগরিক নিহত হয়। অর্থাৎ এ তথ্য মোতাবেক ২০০০ সাল থেকে ২০১৬-র জুন পর্যন্ত বিএসএফের হাতে নিহতের সংখ্যা ১০৮২ (এ হিসাবের মধ্যে ২০০৪ সালে নিহতের সংখ্যা নেই) [13]।

বিএসএফ যে শুধু গরু ব্যবসায়ীদেরই হত্যা করে তা নয়। তারা ক্ষেতে কর্মরত কৃষক, সীমান্ত এলাকায় চলাচলরত মানুষকেও হত্যা করেছে। আর এসব হত্যার বেশির ভাগই ঘটেছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। আবার তারা শুধু গুলি করেই মারেনি, অনেক বাংলাদেশিকে নির্মমভাবে পিটিয়েও মেরেছে।

¹¹ <http://www.bd-pratidin.com/international-news/2017/03/02/212064>

¹² বাংলাদেশে-চুকে-বিএসএফের-তাওব-১২-গ্রামবাসী-আহত

¹³ <https://www.dailyinqilab.com/article/69935/নেপালের-মানুষ-হত্যা-করলে-দুঃখ-প্রকাশ-বাংলাদেশের-মারলে-কিছুই-না>



কিশোরী ফেলানীকে গুলি করে হত্যা

তারা কিশোরী ফেলানীকে গুলি করে হত্যার পর কাঁটাতারের বেড়ায় তার লাশ ঝুলিয়ে রেখেছিল। পঞ্চগড় সীমান্তে এক বাংলাদেশিকে হত্যার পর তার লাশ নদীতে ফেলে দিয়েছে। এতো গুলো মানুষকে বিনা কারনে মারার পরও বাংলাদেশের কোনো সরকারই এ পর্যন্ত বিএসএফের নির্বিচার বাংলাদেশি হত্যার ব্যাপারে কখনো জোরালো কোনো প্রতিবাদ জানায়নি! দুই দেশের মধ্যে অনেকবারই এই বিষয় নিয়ে বৈঠক হয়; ভারতের বিএসএফ বরাবরই প্রতিশ্রুতি দেয় যে আর হত্যা হবে না, কমিয়ে আনা হবে, প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করা হবে না ইত্যাদি, তবে তাদের কোনো প্রতিশ্রুতিই কখনো রক্ষিত হয় নি। পরিসংখ্যানের তথ্য-উপাত্ত নিয়ে ভারতের মানবাধিকার সংগঠন বাংলার মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ (মাসুম)-এর প্রধান কিরীটি রায় বলেন, “বাংলাদেশ ভারতের বন্ধুরাষ্ট্র আর পাকিস্তান ভারতের শত্রু রাষ্ট্র। কিন্তু সীমান্ত হত্যার পরিসংখ্যান তা বলে না। বন্ধু রাষ্ট্রের নাগরিকদের কি এভাবে হত্যা করা যায়? আর বাংলাদেশী যেসব নাগরিককে হত্যা করা হয় তারা নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ। তাদের গুলী করাই তো বেআইনি” [14]। এই হল “বন্ধুরাষ্ট্রের” আসল পরিচয়!

ভারত তার বন্ধুত্বের আরও পরিচয় দিলো যখন বাংলাদেশ রোহিঙ্গা ইস্যুতে সাহায্য চাইলো। যেখানে বাংলাদেশ ভারতের সব হুকুম মেনে নিয়ে বন্ধুত্বের পরিচয় দিলো! সেখানে ভারত ‘রোহিঙ্গা ইস্যুতে’ সাহায্যের ব্যাপারে সরাসরি না করে দিলো! এবং ভারত বাংলাদেশের পাশে না দাঁড়িয়ে মিয়ানমারের পক্ষাবলম্বন করল! প্রথম আলোর খবর

¹⁴ <http://ajkerpatrika.com/first-page/2015/12/09/62138/print>

অনুযায়ী, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব শহীদুল হক ভারতে গিয়ে রোহিঙ্গা ইস্যুতে সাহায্য চাইলে দেশটির পররাষ্ট্র সচিব জয়শঙ্কর সরাসরি না করে দেয় [15]। একই সময় সাবেক বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনার পিনাক রঞ্জনও রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশকে খোটা মেয়ে ‘না’ করে দেয় [16]। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কানওয়াল সিবালও একই কথা বলেছিলেন - ‘ঢাকাকে বুঝতে হবে, দিল্লির পক্ষে এর বেশি কিছু করা সম্ভব নয়’ [17]। অন্যদিকে ভারতের বিজেপি সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কিরেন রিজুজু ঘোষণা করেন, ভারতে বসবাসরত ৪০ হাজার রোহিঙ্গার সবাইকে বহিষ্কার করা হবে। যদিও ভারতে রোহিঙ্গাদের মধ্যে ১৬০০০ জাতিসংঘ নিবন্ধিত শরণার্থী, তবুও মি রিজুজু বলেন, “জাতিসংঘের নিবন্ধনের কোনো অর্থ নেই। আমাদের কাছে ওরা সবাই অবৈধ” [18]। শুধু তাই নয়, ভারতে অবস্থানরত সব রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে ‘পুশ ইন’ এর নির্দেশ দিয়েছে ভারত। বাংলা ট্রিবিউন নিউজ অনুযায়ী, বিএসএফ অর্ধশত রোহিঙ্গাকে বেনাপোলের পুটখালী সীমান্ত দিয়ে পুশ ইন করার চেষ্টা করে [19]। এছাড়াও এই বিষয়ে ভারতের অবস্থান যাচাই করতে গেলে দেখা যাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ বার্মিজদের রোহিঙ্গা বিরোধী কউর মনোভাবের সাথে একাত্ম হতে চাইছে ভারত সরকার! ভারতের মনিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মিয়ানমার স্টাডি সেন্টারের অধ্যাপক জিতেন নংথাওবামকে উদ্ধৃত করে সুবীর ভৌমিক বলছেন - “মুসলিমদের প্রশ্নে বার্মিজ জাতীয়তাবাদী এবং কউর বৌদ্ধরা মি মোদি এবং তার দল বিজেপির সাথে একাত্ম বোধ করে” [20]। সহজ ভাষায় বললে, মিয়ানমারের পাশে দাঁড়ানোর পিছনে ভারতের স্বার্থ আছে। যেমন- মিয়ানমারে ভারত এখন কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো প্রকল্পের সাথে যুক্ত; আরেকটি স্বার্থ হতে পারে মিয়ানমারে চীনের প্রভাব বলয়ে ফাটল ধরানো। এমনকি রোহিঙ্গা বিদ্রোহীদের হামলার পর ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, “সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারত সবসময় মিয়ানমারের পাশে থাকবে [21]।” এতো কিছুর পরও বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব শহীদুল হক বলেন, “রোহিঙ্গা ইস্যুতে ভারতের ভূমিকায় বাংলাদেশ খুশি” [22]। এই হল বন্ধু ভারতের বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত এবং আজীবন বাংলাদেশের অবস্থা!

¹⁵ <http://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1338186/মিয়ানমারকে-ভারত-একা-রাজি-করাতে-পারবে-না>

¹⁶ <http://www.bbc.com/bengali/news-41508760>

¹⁷ <http://www.banglatribune.com/national/news/243513/ঢাকাকে-বুঝতে-হবে-দিল্লির-পক্ষে-এর-বেশি-কিছু-করা>

¹⁸ <http://www.bbc.com/bengali/news-41162687>

¹⁹ অর্ধশত-রোহিঙ্গা-নারী-শিশুকে-পুশ-ইনের-চেষ্টা-করছে

²⁰ <http://www.bbc.com/bengali/news-41162687>

²¹ <http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/249775>

²² <http://www.bbc.com/bengali/41526492>

পরিস্থিতি এখন এমন হয়েছে ভারত তার সব স্বার্থে বাংলাদেশকে ব্যবহার করছে আর বাংলাদেশও চুক্তি স্বাক্ষর করতে করতে দেশকেই বেঁচে দিচ্ছে! এর প্রমাণ হল ভারতের সাথে বাংলাদেশের ‘প্রতিরক্ষা চুক্তি’। প্রস্তাবিত প্রতিরক্ষা চুক্তির আওতায় কী রয়েছে, সেটি নিয়ে ভারতীয় সাংবাদিক ও বিশ্লেষক সুবীর ভৌমিক বলেছেন, “সামরিক ক্ষেত্রে আরো বাড়তি যোগাযোগ, প্রশিক্ষনের ব্যাপারে দু’দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করা, ভারতের কাছ থেকে বেশি পরিমাণে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র কেনা; বর্তমানে বাংলাদেশে বেশিরভাগ অস্ত্র চীন থেকে কেনে - ভারত সেই জায়গাতে দূকতে চাইছে। আর কিছু কিছু সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে যৌথ অভিযান বা সম্মিলিত অভিযান চালানো” [23]। তার মানে এই চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ভারতের সেনা বাহিনীর অধীনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে, নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান করবে, প্রয়োজনে বাংলাদেশের মাটিতে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর সাথে ভারতের সেনাবাহিনী যৌথ অভিযানেও নামবে! আর এমন যৌথ অভিযানে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর উপর নেতৃত্ব দিবে ভারতের সেনাবাহিনী!

এই চুক্তিতে আরও বলা আছে বাংলাদেশকে ৫০ কোটি মার্কিন ডলার বা প্রায় চার হাজার কোটি টাকা ঋণ দিবে ভারত ! অস্ত্র কিনতে হবে ভারতের কাছ থেকে। ভারতের থেকে বিদ্যুৎ নিতে হবে, ভারতকে পানি দিতে হবে, বাংলাদেশের সব কাজ ভারতীয় কোম্পানিকে দিতে হবে, এখন অস্ত্রটাও ভারত থেকেই নিতে হবে! অথচ ভারত নিজেই বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানি করে [24]। কেন? কারন তাদের অস্ত্রের মান ভালো না। নিউইয়র্ক টাইমসের একটি প্রতিবেদনে স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সিনিয়র গবেষক পিটার ডি. ওয়েজম্যান বলেছিলেন, “ভারতের মতো পৃথিবীর আর কোনো দেশ অস্ত্র তৈরিতে এত ব্যর্থ হয়নি” [25]। ভারতের সামরিক অস্ত্রশস্ত্র বানানোর সক্ষমতার উপর সংশয় প্রকাশ করে ওয়েজম্যান বলেন, ভারতের ফাইটার, ট্যাংক ও গানগুলো ‘নিম্নমানের’ [26]।

একটি দেশের প্রাণশক্তিই হল দেশের সেনাবাহিনী এবং শক্তিশালী অস্ত্র। এর উপরও ভারতকে নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ দেয়া হল! এটি দেশকে বিক্রি করা নয় তো আর কি!

আসলে ভারতের কৃতকর্ম ও বাংলাদেশকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের লিস্টটি অনেক লম্বা। ভারত বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজের হুকুমত জারি করে রেখেছে আর বাংলাদেশও তাদের অনুসরণ করে চলছে। পরিশেষে, ভারতের বন্ধুত্বের নামে শত্রুতা ও সমস্ত চক্রান্ত একদম স্পষ্ট। আর ‘হুকুমের গোলাম’ আসনে বসা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যও পরিষ্কার!

²³ <http://www.bbc.com/bengali/news-39291351>